بسم الله الرحمن الرحیم   نحمدہ ونصلّی علیٰ رسولہ الکریم   وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
11

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 16 ই মার্চ, 2017 160 আমান,1396 হিজরী শামসী ১৬ জামাদিয়উস সানি 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

খোদা তা'লা আমাকে বার বার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভুষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করবেন। তিনি আমার অনুসারীদের জামাতকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদের সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীরা এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে, তারা স্ব-স্ব সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সবার মুখ বন্ধ করে দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার সঙ্ঘ জামাত ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওঊদ (আঃ)

আমি খোদার কসম করে বলছি, তাদের দিক থেকে আপত্তি করার মত মাত্র ২/১ টি শাস্তি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ঐগুলি আবার শর্তযুক্ত ছিল। সাময়িক ভীতির কারণে তাদের পূর্ণতার কাল পিছিয়ে গিয়েছিল। এটা খোদা তা'লার চিরন্তন বিধান, অনুতাপ, দান, সদকা ও প্রার্থনা দ্বারা শাস্তি রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এগুলির বিপক্ষে আমার বার হাজারের অধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যার সত্যতা সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সাক্ষী আছে। কেবল এক সম্প্রদায়ের নয়-বরং হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সব সম্প্রদায়ের লোকেই এটা স্বীকার করতে বাধ। অতএব এরূপ এক বিরাট সংখ্যক পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী, যার সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করে মাত্র শাস্তি সম্পর্কীয় দুই-একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে খোদার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী পূর্ণতা লাভে বিলম্ব ঘটতে দেখে, সেগুলিকে বারংবার আওড়ে সত্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে অলীক বলে ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া কি ঈমানদারীর পরিচয়? এরূপ করলে কোন নবীরই নবুয়াত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা প্রত্যেক নবীর জীবনেই অনুরূপ ঘটনার উদাহরণ আছে। তাই আমি বলে আসঠি, তারা ধর্ম ও সত্যের শত্রু। এখনও তাদের মধ্যে হতে কোন দল যদি স্বচ্ছ হৃদয়ে আমার কাছে আসে, তাদের ভ্রান্তি ও সন্দেহ দূর করতে আমি সদা প্রস্তুত আছি। আমি তাদের দেখাব, খোদা তা'লা আমার অনুকুলে কেমন এক বিরাট সৈন্যদলের ন্যায় বহু সংখ্যক পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী শ্রেণীবদ্ধভাবে সমাবেশ করে রেখেছেন, যাদের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এই মূর্খ মৌলভীর দল যদি দেখে-শুনে অন্ধ সাজে তাতে বলার কিছু নেই। সত্যের তাতে বিন্দু মাত্র ক্ষতি হবে না। বরং সে সময় অতি নিকটে, যখন অনেক ফেরাউনী প্রকৃতিবিশিষ্ট (অহঙ্কারমত্ত) ব্যক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বিশেষ মনোনিবেশসহ অনুধাবন করার জন্য বিনাশ হতে রক্ষা প্রাপ্ত হবে। খোদা তা'লা বলেছেন, " আমি আক্রমণের পর আক্রমণ করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার সত্যতা মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট করে দিই।" অতএব হে মৌলভগণ! খোদার সাথে তোমদের যদি যুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকে, তবে কর। আমার পূর্বে এক অসহায় ব্যক্তি মরিয়ম তনয়ের বিরুদ্ধেও ইহুদীগণ কি না করেছিল? ভ্রান্ত খেয়ালের বশবর্তী হয়ে তারা তাঁকে শূলে পর্যন্ত দিয়েছিল, কিন্তু খোদা তাঁকে শূলের মৃত্যু হতে পরিত্রাণ করেছিলেন। এক যুগ গেছে, যখন লোকে তাঁকে মিথ্যাবাদী ও ভন্ড বলে মনে করত। আবার এক যুগ এসেছে, এখন মানব-হৃদয়ে তাঁর এরূপ কল্পনাতীত সম্মান বেড়ে গেছে যে, জগতের ৪০ কোটি মানুষ (বর্তমানে কয়েকশ' কোটি) মানব আজ তাঁকে খোদা বলে মানছে। যদিও এই লোকগুলি একটি অসহায় ব্যক্তিকে খোদা বানিয়ে মহাপাপ করেছে, তবুও এটা ইহুদীদের কার্যের জবাব! তারা যাঁকে একজন মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করে পদদলিত করতে চাচ্ছিল সে মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) এরূপ অসম্ভব সম্মানের অধিকারী হয়ে পড়েছেন যে, আজ ৪০ কোটি মানব (বর্তমানে কয়েকশ' কোটি) তাঁকে সেজদা করছে এবং সম্রাটগণ পর্যন্ত তাঁর নাম শ্রবণে (ভক্তিস্বরে) নতশির হয়। খোদা তা'লার কাছে আমি যদিও প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমি যেন ঈসা (আ.)-এর মত পূজার পাত্র না হয়ে যাই এবং আমি বিশ্বাস করি, খোদা তা'লা তা মঞ্জুর করবেন। তবুও খোদা তা'লা আমাকে বার বার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভুষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করবেন। তিনি আমার অনুসারীদের জামাতকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদের সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীরা এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে, তারা স্ব-স্ব সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সবার মুখ বন্ধ করে দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার সঙ্ঘ জামাত ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বাধা দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হতে অপসারিত করে দিবেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, " তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করতে থাকব। এমনকি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ খুঁজবে।"

অতএব হে শ্রোতৃবর্গ! এই কথাগুলি স্মরণ রেখো! এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আপন-আপন সিন্দুকে সুরক্ষিত করে রাখ। এটি খোদার বাণী। একদিন তা পূর্ণ হবেই হবে। আমি আপন চিত্তে কোন ভাল দেখি না এবং যে কাজ আমার করা উচিত ছিল, তা আমি করিনি। আমি নিজেকে একজন অযোগ্য ভৃত্য বলে মনে করি। এটি শুধু খোদার অনুগ্রহ, যা আমার মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। অতএব সহস্র-সহস্র কৃতজ্ঞতা সেই মহাশক্তিশালী এবং পরম দয়ালূ খোদার প্রতি, যিনি অধমকে তার একান্ত অযোগ্যতা সত্বেও গ্রহণ করেছেন।

টীকাঃ 'কাশফ' বা দিব্যজগতে আমায় সেই সম্রাটদের দেখানো হয়েছে, যারা অশ্বারূঢ় ছিল। তাদের সম্পর্কে আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, তারা সেই সকল ব্যক্তি যারা আপন স্কন্ধে তোমার আনুগত্যের জোয়াল উঠাবে। খোদা তাদের বহু কল্যাণদান করবেন।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৪০৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ওয়াকফে নও হলে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে যে, ওয়াকফ করলে বস্তুজগতকে ভুলতে হবে। মাতা-পিতার সাহায্য করার কথাও ভুলে যাও। পিতা-মাতার সাহায্য অন্যান্য সন্তানরা করবে। অর্থ উপার্জন করা ওয়াকফে জিন্দগীর প্রেরণা হতে পারে না।

১৩ই অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে কানাডায় ওয়াকফে নও বাচ্চাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ক্লাস

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অনুমতিক্রমে বাচ্চারা প্রশ্ন করে।

* একজন ওয়াকফে নও যুবক প্রশ্ন করে যে, একজন আহমদী ওয়াকফে নও কিভাবে জামাতের উপযোগী সত্তা হয়ে উঠতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর (আই.) বলেন, ওয়াকফে নও -এর অর্থ হল তোমার পিতা-মাতা জন্মের পূর্বে তোমাকে ওয়াক্‌ফ করেছিল। তোমার জন্মের পূর্বেই তোমার পিতা-মাতা দোয়া করেছিল যে, যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাকে তারা ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবে। ধর্মের সেবা কিভাবে করা হয়? ধর্মের সেবা তখনই হয় যখন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। আমরা কারা? আমরা হলাম মুসলমান। একজন মুসলমান দিক-নির্দেশনা কোথা থেকে পায়? কুরআন মজীদ থেকে। প্রথমত একজন ওয়াকফে নও-এর জানা উচিত যে, খোদা এক-অদ্বিতীয় যিনি যাবতীয় শক্তির অধিকারী। তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, আমার ইবাদত কর। অতএব একজন ওয়াকফে নও যুবকের নামাযের হিফাযত করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনতে হবে এবং এর পর আসবে নামায। নামায যথাযথভাবে পড়তে হবে। এছাড়া যদি নফল পড়তে পারে তবে তা হবে তোমাদের জন্য অতিরিক্ত ইবাদত। আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর যেন তিনি তোমাকে তার ভালবাসা প্রদান করেন এবং তাঁর আদেশ মেনে চলার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলা কী? কুরআন করীম আমাদের জন্য পথ-প্রদর্শনকারী। এতে অনেক আদেশ আছে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার পাশাপাশি তোমাদের এমন একটি জীবনযাপন করতে হবে যেন তুমি মানুষে সেবা কর। মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। এমন ন্যায়-নীতি যে যদি সাক্ষী দিতে হয় তবে যেন কোন পরোয় না কর।

যদি তোমাকে বলা হয় যে, তোমার ভাই অথবা তোমার কোন নিকটজনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ আছে, আর তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে। বল প্রকৃত ঘটনা কি? এমতাবস্থায় তার ভয়ে ভীত হয়ে বা একথা ভেবে যে সে তো আমার আত্মীয়, তুমি যদি একথা বল যে আমি জানি না, তবে এটি অন্যায় হবে। যদি তুমি তার কথা নিজে প্রচার কর তবে সেটি অনুচিত কর্ম। কিন্তু যদি তোমাকে সাক্ষীর জন্য ডাকা হয় তবে সত্য কথা বল। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বহু আদেশ দিয়েছেন। ওয়াকফে নও কোন পদবি নয়। ধর্মের সেবার প্রেরণা থাকা চায়। এখন তোমরা পড়াশোনা করছ। কিন্তু যখন জামাতের প্রয়োজন দেখা দিবে তখন জামাত বলবে যথারীতি ওয়াকফে নও-এ যোগ দান করে জামাতের কাজ কর। আর যদি আপাতকালীনভাবে প্রয়োজন না হয় তবে তোমরা আপাতত নিজেদের কাজ কর। কিন্তু এক্ষেত্রেও একজন ওয়াকফে নওকে বোঝা উচিত যে, তার প্রাথমিকতা হল ধর্মের সেবক হওয়া। তাই যেখানেই থাকুক নিজেদের নমুনা কায়েম করা উচিত এবং যে ধরণের কাজই করুক না কেন নিজের ধর্মীয় শিক্ষা অনুযায়ী আমল করা উচিত।

* এরপর একজন ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে: এশার নামাযে যদি তিন রাকাত ছেড়ে যায় তবে সেই তিন রাকাত পড়ার দুটি পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতি হল সব থেকে প্রথম রাকাতে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় এবং দ্বিতীয় রাকাতে বসতে হয় এবং তৃতীয় রকাতে সালাম ফিরতে হয়।

হুযুর বলেন, প্রশ্নও করছ আবার উত্তরও দিয়ে যাচ্ছ। যদি তোমার তিন রাকাত ছেড়ে যায় তবে প্রথম রাকাতে তুমি দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহা পাঠ করা পর অন্য একটি সূরা পাঠ কর এবং বসে পড়। প্রথম রাকাতেই বসে পড়। এরপর আবার দাঁড়িয়ে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফির।

* একজন ওয়াকফে নও খাদিম প্রশ্ন করে যে, ভবিষ্যতে যখন একজন আহমদী প্রধানমন্ত্রী হবে সেই সময় রাজনীতিতে খিলাফতের প্রভাব কতটুকু থাকবে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিভিন্ন জাতি যারা এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের মধ্যে কেউ আফ্রিকান হবে, কেউ ইউরোপিয়ন আবার কেউ এশিয়ান হবে। যতদূর তাদের প্রশাসনিক বিষয়ের সম্পর্ক প্রশাসন নিজেদের কাম করে যাবে। যেখানে ধর্মীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিবে সেখানে তারা খিলাফতের কাছ থেকে সেই দিক-নির্দেশনা নিবে। এই সম্পর্কেও কুরআন মজীদে আদেশ বিদ্যমান আছে। আল্লাহ তা'লা জানতেন যে এমন সময় উপস্থিত হবে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা প্রশাসনের সম্পর্কেও এই দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন যে, প্রাশসনিক কাজের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি অবলম্বন কর। নিজেদের আমানত রক্ষা কর। যদি কোন একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর জুলুম করে, একটি আহমদী দেশ তার প্রতিবেশী দেশের উপর আক্রমণ করে এবং যুগ খলীফার আদেশ মান্য করতে অস্বীকার করে, তখন অন্যান্য প্রতিবেশী মুসলমান দেশগুলি একজোট হয়ে সেই অন্যায়কে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। আর যদি সে বিরত হয় তবে তার প্রতি কোন অন্যায় হবে না। খিলাফতের কাছ থেকে তারা অনেক আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশনা লাভ করবে। ঐ সকল দেশগুলিকে অনেকাংশে কুরআনীয় আদেশের অধীনে যুগ খলীফার কথা মেনে চলতে হবে এবং একজোট হয়ে অন্যায়কে প্রতিহত করতে হবে যাতে অন্যায় করতে উদ্যত দেশটি শাস্তি পায়।

* একজন যুবক প্রশ্ন করে: অ-আহমদীরা আপত্তি করে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বারাহীনে আমদীয়ার ৫০টি খণ্ড রচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্ত তিনি কেবল ৫টি খণ্ডই লিখেছিলেন।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উত্তর দিয়েছেন। তাঁর প্রথম চারটি খণ্ড লেখার পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ওহী করে অনবরত ধারায় বলতে থাকেন যে, তুমি মসীহ মওউদ। তিনি (আ.) ঐশী দিক-নির্দেশনার সময় উপযোগী বিভিন্ন পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন মুবাহাসা আরম্ভ হয়। অতঃপর এই সকল মুবাহাসা অনুসারে পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। তিনি (আ.) ৮৩/৮৪টি পুস্তক রচনা করেন। আরবী ও উর্দূ উভয় ভাষাতেই লিখেছেন। বারাহীনে আহমদীয়ার চারটি খণ্ড ১৮৮১ সন থেকে তিন-চার বছরের মধ্যে লেখেন। তিনি এর আরও অনেকগুলি খণ্ড রচনার করার প্রতিশ্রুতি সেই সময় দিয়েছিলেন যখন তিনি কোন দাবি করেন নি এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সেই পদমর্যাদা দান করেন নি। যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ ও মাহদীর মর্যাদা প্রদান করলেন তখন তাঁর পথ-প্রদর্শন করে তিনি বলেন অমুক সমসাময়িক বিষয়ের উপর পুস্তক রচনা কর। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন আমার মতে আমার যা কিছু লেখার ছিল তা এই চারটি পুস্তকে এসে গেছে। এরপর তিনি পঞ্চম খণ্ড লেখেন ১৯০৫ সালে। তিনি (আ.) একথাও বলেছেন যে, আমি এতে যে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেছি সেগুলির গুরুত ও ওজন্ন এত বেশি যে আমার মতে এর একটি বিষয় দশটি খণ্ডের সমান। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে পাঁচটি খণ্ডই পঞ্চাশটি খণ্ডের সমতুল্য। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টবাদের মোকাবেলায় ইসলামকে রক্ষা করা। তিনি তাঁর সমস্ত পুস্তকের মাধ্যমেই এই কাজ করেছেন। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা বলেছেন। পঞ্চাশটির স্থানে তিনি ৮৫টি পুস্তক লিখেছেন। ইসলামকে রক্ষা করতে যা কিছু লেখা প্রয়োজন ছিল তিনি তাই লিখেছেন। তা তিনি পাঁচটি লিখলেন না কি পঞ্চাশটি তাতে কিই বা এসে যায়। তিনি সমস্ত কিছু লিখেছেন এবং সেগুলির মধ্যেই যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে।

* এক যুবক প্রশ্ন করে যে, নামায পড়ার সময় কখনো কখনো মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি তোমার মনসংযোগ কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তবে তুমি বড়ই পুণ্যবান। মাশাআল্লাহ॥ এটি দুশ্চিন্তার কারণ নয়। কিন্তু প্রত্যেক বারই যখন তুমি নামাযে দাঁড়াও আর তোমার টিভির অমুক অনুষ্ঠানে কথা মনে পড়ে যায় যে আগের পর্ব কোথায় শেষ হয়েছিল, এখন গিয়ে সেটি দেখতে হবে অথবা কম্পিউটারে অমুক কাজ করতে হবে- এমন যেন না হয়। এমনটি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি কখনো কখনো চিন্তা চলে আসে তবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন যে, নামাযে যেখানেই কোন অসংলগ্ন চিন্তা মাথায় আসে আর তোমার মনে হয় যে এটি অনুচিত তখনই 'আউযু বিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রজীম' পাঠ কর। যদি তুমি নিয়্যত বেঁধে ফেল আর তখনও রুকুতে যাও নি তবে পুনরায় সেখান থেকেই শুরু কর। বার বার সেই দোয়াটিই পাঠ কর আর যদি রুকুতে চলে যাও তবে মনসংযোগ কর এবং ইসতেগফার করে সেই চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা কর। মাথায় চিন্তার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু এটিই তো সাধনা।

এরপর সাত ও আটের পাতায়....

জুমআর খুতবা

এ যুগে খোদার নৈকট্য লাভ এবং তাঁর ধর্মকে বোঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীর পদমর্যাদা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর বিশ্ববাসীকে বলেছেন, নিজেদের প্রকৃত এবং সত্যিকার উৎকণ্ঠা দূরীভূত করার জন্য এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত কর। খোদার নৈকট্যের পথ অবলম্বন কর, ইবাদতের প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব বুঝ, আর দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত দেখ যে আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন ভাবে ব্যাকুল লোকদের সত্যের পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অতীত এবং বর্তমান এমনসব ঘটনায় পরিপূর্ণ। আর প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, পৃথিবীর কোন না কোন গ্রাম, শহর এবং দেশে এমন ঘটনাবলী ঘটছে, যা কেবল মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে নতুন যোগ দেওয়া হেদায়াত প্রাপ্তদের ঈমান বৃদ্ধিরই কারণ হচ্ছেনা, তাদের ঈমানের দৃঢ়তারই কেবল কারণ হচ্ছে না, বরং পুরোনো এবং জন্মগত আহমদীদের ঈমানকেও তা মজবুত এবং দৃঢ় করে, আর তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পুণ্যবান ও সত্যান্বেষীদের কে সত্যের দিকে পথ-প্রদর্শন ও সাহায্য এবং সমর্থনের প্রাঞ্জল বর্ণনা

অনেকে আমাকে পত্র লিখে জানায় যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার উপর আশ্বস্ত হয়ে এবং নিদর্শন দেখে আমরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি আমাদের ঈমানকে কখনো নড়াতে পারবে না। আমাদের আর কোন প্রমাণেরও প্রয়োজন নেই।

খোদা তা'লা বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন মাধ্যমে ধর্ম বোঝা এবং সত্য পাওয়ার বা সত্য লাভের পথ খুলেন, কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে আর কখনো তবলীগের মাধ্যমে, কখনো জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সংক্রান্ত কোন বই বা সাহিত্য পড়ে কেউ হিদায়াত পাচ্ছে, আবার কখনো কোন আহমদীর উত্তম চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে কেউ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করে। আজকাল অনেকেই আছে যারা এম. টি. এ.-র মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামের বার্তা পেয়ে আহমদীয়াতভুক্ত হচ্ছে।

আমাদের সবার দায়িত্ব হবে, এক বেদনা নিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচার, প্রসার এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দোয়া করা আর চেষ্টাও করা। ইসলামের বাণী পৌঁছানোর এই কাজ আজকে মুহাম্মদী মসীহ্র দাসদেরই দায়িত্ব। আমাদের কাজ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সহজসাধ্য করে তুলছেন, কাউকে স্বপ্নের মাধ্যমে পথের দিশা দিচ্ছেন, কাউকে অন্য কোনভাবে। অতএব, আমাদেরকে যদি বয়আতের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত** ১০ ই ফেব্রুয়ারী , ২০১৭, **এর জুমুআর খুতবা (১০ তবলীগ, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পরহুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: এ পৃথিবীতে প্রায়শঃই দেখা যায় যে, বস্তুবাদিতার মাঝে মানুষ ক্রমশ নিমজ্জিত হতে চলেছে। জাগতিক উপায় উপকরণ হস্তগত করার জন্য সবাই মরিয়া হয়ে আছে। এক অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় মানুষ লিপ্ত। আল্লাহ্ তা'লা এবং ধর্মকে গৌণ বিষয় মনে করা হয়। বরং এমন দুনিয়াদার বা বস্তুবাদি মানুষও রয়েছে, যাদের সংখ্যা বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে, যারা খোদার সত্তাকেই অস্বীকার করে বসেছে। ধর্মকে নাঊযুবিল্লাহ্ এক বাজে ও বৃথা বিষয় জ্ঞান করে। কিন্তু এমন সময়ে, এমন পরিস্থিতিতে, এমন মানুষও আছে, যারা খোদার সন্ধানে রত, যারা এমন ধর্মের সন্ধানে থাকে যা খোদার দিকে নিয়ে যায়। যারা খোদার সাথে সুসম্পর্কের বন্ধন রচনা করতে চায়, যারা সত্যিকার মাযহাব বা ধর্মকে চিনতে চায়, যারা সত্য ধর্ম সন্ধান করে সেই ধর্মে যোগ দিতে চায়, এই উদ্দেশ্যে তারা দোয়া করে, উৎকণ্ঠিত ও ব্যকুল হয়ে ওঠে। আর নিশ্চয়ই যখন এক নেক বান্দা এক বিশেষ বেদনার সাথে এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে, তখন খোদা তা'লাও এমন মানুষকে পথের দিশা দেন, তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের আন্তরিক প্রশান্তি এবং সত্যিকার ধর্মকে বোঝার ব্যবস্থা করেন। তাদের ঈমান এবং বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দান করেন ও বৃদ্ধি করেন।

এ যুগে খোদার নৈকট্য লাভ এবং তাঁর ধর্মকে বোঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীর পদমর্যাদা সহকারে পাঠিয়েছেন। আর বিশ্ববাসীকে বলেছেন, নিজেদের প্রকৃত এবং সত্যিকার উৎকণ্ঠা দূরীভূত করার জন্য এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত কর। খোদার নৈকট্যের পথ অবলম্বন কর, ইবাদতের প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব বুঝ, আর দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত দেখ। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন ভাবে ব্যাকুল লোকদের সত্যের পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অতীত এবং বর্তমান এমন সব ঘটনায় পরিপূর্ণ। আর প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, পৃথিবীর কোন না কোন গ্রাম, শহর এবং দেশে এমন ঘটনাবলী ঘটছে, যা কেবল মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে নতুন যোগ দেওয়া হেদায়াত প্রাপ্তদের ঈমান বৃদ্ধিরই কারণ হচ্ছেনা, তাদের ঈমানের দৃঢ়তারই কেবল কারণ হচ্ছে না, বরং পুরোনো এবং জন্মগত আহমদীদের ঈমানকেও তা মজবুত এবং দৃঢ় করে, আর তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। এখন আমি কয়েকটি এমন ঘটনা ও মানুষের এমন কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, যা থেকে প্রতিভাত হবে যে, কীভাবে খোদা তা'লা সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অনুগ্রহে মানুষের হেদায়াত লাভের বিধান এবং ব্যবস্থা করে থাকেন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। পূর্ব জেলা নেয়ামিনা গ্রামের এক ভদ্র মহিলা সিস্টার কানিফার্টি, যার বয়স ৬৫ বছর। গত ১০ বছর ধরে তিনি পায়ের রোগে আক্রান্ত ছিলেন আর কোনভাবেই তার চিকিৎসা সফল হচ্ছিল না। এই কষ্টের কারণে তার চলাফেরার সামর্থ্যও ছিল না। চিকিৎসার জন্য তিনি তার গ্রাম থেকে দূরে বানসান অঞ্চলে যান, যেখানে দৈবক্রমে এম.টি.এ.-তে আমার খুতবা শোনার সুযোগ হয়। সেই ভদ্র মহিলা যখন নিজের গ্রামে ফিরে আসেন, তখন স্বপ্নে তাকে বলা হয়েছে যে, তুমি টেলিভিশনে যাঁকে দেখেছ, তাঁর অনুসরণ কর। কেননা, তিনি তোমাকে সঠিক এবং মুক্তির পথ বলে দিচ্ছেন। সেই ভদ্র মহিলা এই স্বপ্ন দেখার পর বয়আত করেন। বয়আত করতেই, আমীর সাহেব লিখেন, ভদ্র মহিলা নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, তার পায়ের কষ্ট ক্রমশ লাঘব হতে থাকে আর এ কারণে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এখন পুরো গ্রামে তিনি তবলীগ করেন। মানুষকে বলেন, আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হওয়ার কল্যাণে কীভাবে তার কষ্ট লাঘব হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা যাকে তার পুণ্যের কারণে রক্ষা করতে চান বা যার পুণ্য তিনি পছন্দ করেন, এমন লোকদের আল্লাহ্ তা'লা বিস্ময়করভাবে হেদায়াত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। দুনিয়ার এক কীট বা বস্তুবাদি মানুষ হয়তো বলতে পারে যে, সে গ্রামে বসবাসকারী এক অজ্ঞ এবং নিরক্ষর মহিলা ছিল, এটি তার একটি অলীক ধারণা মাত্র। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যাকে ঈমানের

সম্পদে সম্পদশালী করেন, ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ় করেন, সে এমন জাগতিকতার পূজারীদেরকে অজ্ঞ মনে করে।

অনুরূপভাবে, বুরকিনাফাঁসো, পশ্চিম আফ্রিকার ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী একটি দেশ, সাহারা মরুভূমির পাশে অবস্থিত, বরং এদেশের কিছু অংশও মরুভূমি। এমন সুদূরের দেশে বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কীভাবে পথ প্রদর্শন করেছেন, দেখুন! দেশটি-ই শুধু দূরে অবস্থিত নয়, বরং সে দেশেরও একটি ছোট গ্রামে, ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাসকরী এক ব্যক্তি। এ ব্যক্তি সম্পর্কে মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, লিও অঞ্চলের একটি জামা'তের এক বন্ধু সোওয়াদু সাহেব জলসা সালানা জার্মানীর পর বয়আত করেন। তিনি বলেন, তিনি রীতিমত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের রেডিও শুনতেন। আর জামা'তের কোন প্রতিনিধির দল তবলীগের জন্য তার গ্রামে এলে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হওয়ার সুবাদে তিনি বলেন, আমি তাদের দেখাশোনা করতাম আর তবলীগের ব্যবস্থাও করতাম। আহমদী ছিলেন না, কিন্তু আহমদীদের প্রতি তিনি সহানুভূতি রাখতেন। স্বল্পকাল পর মৌলভীরা এ কথা জানতে পারে। তিনি বলেন, মৌলভীরা আমার কাছে আসে আর বলা আরম্ভ করে যে, তুমি কোনভাবেই আহমদীয়া রেডিও শুনবে না, আর আহমদীদের সাথে মেলামেশাও করবে না। কেননা, এরা তোমার ইসলামকে নষ্ট করবে। তিনি বলেন, মৌলভীর প্ররোচণায় আমি আহমদীদের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করি আর আহমদীয়া রেডিও শোনাও বন্ধ করে দিই। স্বল্পকাল পর দৈবক্রমে যা ঘটে তা হল, এক সফর থেকে ফিরে আসছিলাম, নামায পড়ার জন্য আমি একটি মসজিদে যাই, একটি ছোট্ট গ্রামে এই মসজিদ ছিল। নামায আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি ওজু করা আরম্ভ করি। তখন অন্য আরেক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন এবং বলেন, এটি আহমদীদের গ্রাম আর মসজিদও আহমদীদেরই। এটি শুনতেই আমি ভাবলাম যে, এ কোথায় এসে পড়লাম? আমি তো দীর্ঘকাল এদের এড়িয়ে চলছি। এরপর ধীরে ধীরে ওজু করতে থাকি, যেন নামায শেষ হলেই পৃথক একা নামায পড়তে পারি। (যাহোক, সেখানে তাকে নামায পড়তে হয়েছে। তার কোন নেকী খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হবে। যার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে আমাদের মসজিদে নামায পড়তে হয়েছে।) সে রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, একটি অনেক বড় জনসমাগম। আমি সেই ভিড়ের মানুষকে সরিয়ে সম্মুখে গিয়ে দেখি, এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান, আর তার চতুর্পাশে রয়েছে সহস্র সহস্র মানুষের জনসমুদ্র । আমি কাউকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কে, যার চতুর্পাশে এভাবে মানুষ সমবেত হয়েছে? তখন এক ব্যক্তি উত্তর দেয় যে, ইনি সেই ব্যক্তি, যার কথা তোমার শোনা উচিত, কিন্তু মৌলভীরা তোমাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। তিনি বলেন, তখন আমার চোখ খুলে যায়। আমার হৃদয়ে এই স্বপ্নের এমন গভীর প্রভাব ছিল যে, পুনরায় আহমদীদের সাথে যোগাযোগ বহাল করি। এরপর একদিন আমি মিশন হাউসে ফোন করে মুরব্বী সাহেবকে বলি যে, আমি বয়আত করতে চাই। মুরব্বী সাহেব বলেন, আপনি অমুক দিন আমাদের মিশন হাউসে চলে আসুন। নির্ধারিত দিনে আমি মিশন হাউসে পৌঁছলে সেখানে দেখি যে, সবাই টেলিভিশনে কিছু দেখছিল। সম্মুখে গিয়ে আমিও যখন টিভি দেখি তখন টিভির দৃশ্য দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই কেননা, টেলিভিশনে সেই দৃশ্যই ছিল যা আমি স্বপ্নে দেখেছি। জিজ্ঞেস করার পর মুরব্বী সাহেব বলেন যে, এটি জলসা সালানার সমাপনী অধিবেশন, আর আমাদের খলীফা বক্তৃতা করছেন। আমি তখন মুরব্বী সাহেবকে বললাম, এখনই আমার বয়আত নিন। খোদা তা'লার কসম, এই দৃশ্য এবং এই ব্যক্তিকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে তিনি এখন তার পরিবার-পরিজনসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আর গ্রামের অন্যান্য লোকদেরও তবলীগ করছেন।

যে ব্যক্তি এভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়, এবং খোদা তা'লার পথ-নির্দেশনা যার লাভ হয়, নিশ্চয় সে ঈমানের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে দৃঢ়তা অর্জন করতে থাকে। অনেকেই আমাকে চিঠি লেখে যে, আমরা যেভাবে খোদার পক্ষ থেকে আশ্বস্ত হয়ে, নিশ্চয়তা পেয়ে, আর নিদর্শন দেখে বয়আত করেছি এবং আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছি, এখন কেউ আমাদেরকে ঈমানকে দোদুল্যমান করতে পারবে না। এখন অন্য কোন যুক্তি-প্রমাণের আমাদের আর প্রয়োজন নেই। অনেকেই বিরোধিতায় এতটা হঠকারিতা প্রদর্শন করে যে, যুক্তিপূর্ণ কথাও শুনতে চায় না। কিন্তু এমন মানুষও আছে যাদের মাঝে অহংকার নেই, যাদের মাঝে অনেকটা মানবতাও রয়েছে। তো এমন মানুষ যাদের মাঝে অহংকার নেই এবং মানবতাবোধ রয়েছে, খোদা তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন। যদি এই পথ-নির্দেশনা কাজে লাগায় তাহলে তারা খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে সিরিয়ার এক ব্যক্তির সাথে। প্রথমে সে ছিল চরম বিরোধী। কিন্তু এরপর সত্য লাভের জন্য খোদা থেকে দিক-নির্দেশনা যাচনার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, আর খোদার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনাও তিনি লাভ করেন।

এক ব্যক্তি সিরিয়ার অধিবাসী, তার নাম আহমদ সাহেব। তিনি বলেন, আহমদীদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল , উঠা-বসাও ছিল। বাইরে তাদের সাথে দেখা হতো, তারাও আমার ঘরে আসতো। তাদের অনেক কথা আমার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ছিল, আমি মানতাম। কিন্তু সেসব কথা মানা সত্ত্বেও ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি আমার জন্য অগ্রহণযোগ্য ছিল। এর কারণ হল, আমি দীর্ঘকাল থেকে আকাশ থেকে ঈসার অবতরণের অপেক্ষায় ছিলাম। ঈসার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে বাইতুল মাকদাস এর স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল আমার। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা শুনে আমার কল্পিত জিহাদের সব স্বপ্ন চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায়। মসীহ্ যদি আকাশ থেকে না আসেন তাহলে জিহাদ করব কীভাবে? তিনি বলেন, একদিন আমার ঘরে কতক আহমদী বন্ধু বসে ছিলেন। তাদের মাঝে মো'তাযেল কাযাক সাহেবও ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হলে আমি বললাম, তোমরা আহমদীদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, আজকের পর ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আমার সাথে বা আমার ঘরে কথা বলবে না। তখন কাযাক সাহেব বলেন, আপনার কাছে আমারও একটি অনুরোধ হল, আপনি খোদার কাছে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেন, তার এ কথা আমার খুব পছন্দ হয়। আমি সেই সন্ধ্যা থেকেই খোদা তা'লার দরবারে সেজদায় কেঁদে কেঁদে দোয়া আরম্ভ করি। রাতে যখন ঘুমালাম, স্বপ্নে দেখি যে, আমি কোন উঁচু জায়গার দিকে সফর করছি। পথিমধ্যে এক নরম ভূমিখণ্ড আসে, যাতে পা রাখতেই এমন মনে হয় যে, এটি আমাকে কোন গভীর গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তখন এক ব্যক্তি আমার কাঁধ ধরে আমাকে বের করেন এবং বলেন, আবু আসম, (এটি তার উপাধী) তিনি বলেন, এখানে আর মোটেই আসবে না। আর নিশ্চিত জেনো যে, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। যাও, তুমি এখন নিজ পথে অগ্রসর হও। আমি যখন জাগ্রত হই, আমার আহমদী ভাইকে ফোন করে বলি যে, আমি মো'তাযেল কাযাক সাহেবের কাছে যাব, আমরা উভয়ে যখন তার ঘরে পৌঁছলাম, প্রবেশ করতেই দেয়ালে একটি ছবি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি যে, এটি কার ছবি? তারা বলেন, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর ছবি। এটি শুনেই আমি বললাম, আমি এখনই বয়আত করতে চাই। কেননা, ঘরের দেয়ালে ঝুলন্ত এই ছবি সেই ব্যক্তির, যিনি স্বপ্নে আমাকে কাঁধ ধরে চোরাবালি সদৃশ ভূমি থেকে বের করেন এবং বলেন যে, ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

তো আমি যেভাবে বলেছি, খোদা তা'লা বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন মাধ্যমে ধর্ম বোঝা এবং সত্য পাওয়ার বা সত্য লাভের পথ খুলেন, কখনো স্বপ্নের মাধ্যমে আর কখনো তবলীগের মাধ্যমে, কখনো জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সংক্রান্ত কোন বই বা সাহিত্য পড়ে কেউ হিদায়াত পাচ্ছে, আবার কখনো কোন আহমদীর উত্তম চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে কেউ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করে। আজকাল অনেকেই আছে যারা এম. টি. এ.-র মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামের বার্তা পেয়ে আহমদীয়াতভুক্ত হচ্ছে।

বেনীনের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন যে, এক অঞ্চলের চীফ, যিনি মুশরিক বা বহুঈশ্বরবাদী ছিলেন, তবলীগ করার পর তিনি আহমদী হয়ে প্রকৃত ইসলাম অনুসরণ করা আরম্ভ করেন। যে হৃদয় শিরকের কেন্দ্রস্থল ছিল, তা এক-অদ্বিতীয় খোদার সামনে সিজদাকারী হয়ে যায়। শুধু এতটাই নয়, বরং তিনি সেই অঞ্চলের মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামের তবলীগকারীর ভূমিকা পালন করেন। তার এলাকায় যখন একটি মসজিদের উদ্বোধন হয়, তখন তিনি যে বক্তৃতা করেছেন, তার একটি অংশ তার ভাষায় আমি তুলে ধরছি। তিনি বলেন, অর্থাৎ সেই পৌত্তলিক চীফ, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি বলেন, আমি জানি না অ-আহমদীরা কেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা করে। আজকে জামা'তে আহমদীয়াই পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণী প্রচার করছে। এক বছর পূর্বেও আমি মুশরিক ছিলাম, বরং মুশরিকদের বাদশাহ ছিলাম। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লিগ আমার চিন্তা-ধারা পাল্টে দিয়েছেন। তিনি ইসলামের সত্যিকার চেহারা আমাকে দেখিয়েছেন, তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যদি খ্রিষ্টান এবং পৌত্তলিকদের ইসলামভুক্ত করে, তাহলে তোমাদের সমস্যাটা কী? তিনি বলেন, এই মসজিদ সবার জন্য উন্মুক্ত। খোদার ইবাদতের জন্য এক খ্রিষ্টানও যদি এই মসজিদে আসে, তাকে বাধা দেওয়া হবে না। তোমরা বিরোধিতা পরিত্যাগ কর। আর একবার ভিতরে এসে দেখ, এখানে নিছক ভালোবাসা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাই দেখবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কেবল পৃথিবীর মঙ্গল চায়। তিনি আরো বলেন, আমার মন চায় এখানে মসজিদের পাশে নিজের একটি ঘর নির্মাণ করি। আর প্রত্যেক আগত ব্যাক্তিকে এটি বলি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই সত্যিকার ইসলাম।

একদিকে সেই সব নেতা এবং আলেমরা রয়েছে, যারা ইসলামের নামে ফিতনা এবং নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে। অহংকারে মাটিতে তাদের পা পড়ে না। আমিত্বের কারণে মুসলমানের হাতে মুসলমানকে হত্যা করাচ্ছে। অপরদিকে কোন মুশরিকের কোন নেক কর্ম খোদার পছন্দ হয়। বা খোদা শুধু কৃপা বশতঃ ইসলামী শিক্ষা অনুসরণের দাবিদারদের জন্য প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরা এবং ফিতনা ও নৈরাজ্য এড়ানো সংক্রান্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য তাকে দণ্ডায়মান করেন। এই হল খোদা তা'লার ব্যবহার

ও তাঁর আচরণ। মানুষ যদি বিনয়ী হয় তাহলে এইভাবে খোদা তা'লা কৃপা করেন। কিন্তু যদি কেউ অহংকারে সীমা ছাড়িয়ে যায় তাহলে লক্ষ নামায পড়লেও, আর দোয়া করলেও, এবং নিজেকে যতই নেক মনে করুক না কেন, এমন মানুষ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হেদায়াত পায় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে মানুষ যখন বয়আত করে আর প্রকৃত ইসলামের স্বাদ পায়, তখন তাদের জীবনাচরণে কী পরিবর্তন আসে, কীভাবে খোদা তাদের পথের দিশা দেন, কীভাবে তারা কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ভূমিকা রাখেন, এই সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে আমাদের এক মুবাল্লিগ লিখেন, ক্যামেরুন সফরকালে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা বয়আত করে জামা'তভু ক্ত হন। সেই সৈন্যের সম্পর্ক ব্যামোন গোত্রের সাথে, যেখানকার সুলতান বা বাদশাহ দু'বছর পূর্বে (এই ঘটনা দুই বছর পূর্বেকার) যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করেন। এবার যখন ক্যামেরুন সফরে যাই সেই ব্যক্তির সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন যে, তিনি মসজিদের জন্য জামা'তকে একটি প্লট বা ভূমি-খণ্ড দিতে চান। আমি এবং সেই জামা'তের প্রেসিডেন্ট সেই প্লট দেখার জন্য যাই, দেখলাম, তিনি সেখানে পূর্বেই একটি বেইসমেন্ট বানিয়ে রেখেছেন, নির্মাণ কাজ পূর্ব থেকেই চলছিল। সেই বেইসমেন্টের উপর তিনি ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন, স্বপ্নে তার সাথে আমার দেখা হয়, তিনি বলেন, তুমি এখানে নিজের ঘর নয় বরং মসজিদ নির্মাণ কর। তিনি বলেন এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেই প্লট এবং বিল্ডিং যা নির্মাণ করা আরম্ভ করেছি তা জামা'তের নামে লিখে দিব, যেন জামা'ত এখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারে। এটি অনেক বড় এক ভূমি-খণ্ড, এক হাজার বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে এটি অবস্থিত। কাগজ-পত্র তিনি জামা'তের হাতে তুলে দেন, ইনশাআল্লাহ্ সেখানে মসজিদও নির্মিত হবে।

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি যে, কীভাবে ইসলাম দরদী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বা মফস্বলে বসবাসকারী এক ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক আহমদী মুবাল্লিগকে তার কাছে পাঠান। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে আইভোরিকোস্টের মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, আইভোরিকোস্টের আমিন্ট্রোরো অঞ্চলে মফস্বলের একটি গ্রাম ইয়াউকোরো থেকে সাইদু সাহেব বর্ণনা করেন, সেই গ্রামে তার দাদার মাধ্যমে ইসলাম আসে, কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে চলে যায়। নামে মাত্র ইসলাম অবশিষ্ট থাকে, যেমনটি আজ সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা। সাইদু সাহেব বলেন, আমি প্রায়শ দোয়া করতাম যে, হে আল্লাহ্! এমন কোন ব্যবস্থা করুন যেন গ্রামের মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণের তৌফিক লাভ করে। ২০১৬ সালের রমযানের প্রারম্ভে এক রাতে দোয়া করতে করতে আমার চোখে পানি চলে আসে, গভীর বেদনার সাথে আমি দোয়া করি। এর দু'এক দিন পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লিগ আমাদের গ্রামে আসেন আর জামা'তের পরিচিতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই কথা আমার জন্য খুবই ঈমান উদ্দীপক ছিল যে, আমাদের এই দূর-দূরান্তের গ্রামে কোন মুবাল্লিগ এভাবে ইসলামের পুনর্জীবনের বার্তা নিয়ে আসবেন। জামা'তের মুবাল্লিগের এই সফরকালে গ্রামের ৫৫ ব্যক্তি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করে। সাইদু সাহেব বলেন, এভাবে জামা'তের কল্যাণে আজকে আমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুসরণ করছি।

একটু চিন্তা করুন, একদিকে উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী মানুষ রয়েছে যারা ধর্মকে ভুলে গিয়ে জাগতিক উপায় উপকরণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অপর দিকে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আফ্রিকার কোন অঞ্চলের এক ব্যক্তি, যার গ্রাম পর্যন্ত হয়তো পাকা রাস্তাও যায় নি, যারা জাগতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, কিন্তু হৃদয়ে এক বেদনা বিরাজমান, খোদার কাছে সেই উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতা নিয়ে এই দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! ইসলামী শিক্ষা এখান থেকে হারিয়ে গেছে, হে আল্লাহ্! কাউকে পাঠাও, যে আমাদেরকে ইসলমের প্রকৃত শিক্ষার উপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবে, আর এই সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবে। আর খোদার বিশেষ তকদিরে এবং খোদার সিদ্ধান্ত অনুসারে মুহাম্মদী মসীহর এক দাস সেই গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেন। কেননা, আজ পৃথিবীবাসীকে কেউ যদি প্রকৃত ইসলাম শিখাতে পারে তাহলে তা কেবল সেই ব্যক্তির জন্যইসম্ভব, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে আর তাঁর মাধ্যমে আনিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে চিনেছে এবং বুঝেছে।

অতএব, আমাদের সবার দায়িত্ব হবে, এক বেদনা নিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচার, প্রসার এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দোয়া করা আর চেষ্টাও করা। বাহ্যত অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনেক সংগঠন আর অনেক এমন দল রয়েছে, যারা ইসলামের নামে কাজ করছে, তবলীগি জামা'তও রয়েছে। কিন্তু প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পিছনে ছুটছে, বিরোধিতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া জারী করার জন্য এরা সব সময় প্রস্তুত। এরা ইসলামের কী সেবা করবে? ইসলামের বাণী পৌঁছানোর এই কাজ আজকে মুহাম্মদী মসীহ্র দাসদেরই দায়িত্ব। আমাদের কাজ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সহজসাধ্য করে তুলছেন, কাউকে স্বপ্নের মাধ্যমে পথের দিশা দিচ্ছেন, কাউকে অন্য কোনভাবে। অতএব, আমাদেরকে যদি বয়আতের দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

বয়আতের পর আমাদের কেমন হওয়া উচিত, কী করা উচিত, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"প্রথাগত বয়আত কোন কাজের নয়, এমন বয়আত থেকে লাভবান হওয়া কঠিন। অর্থাৎ সেই সব বিষয়ে এবং সেই সব কল্যাণের ভাগী হওয়া যা মসীহ্ মওউদের সাথে সম্পৃক্ত, তা অসম্ভব। তিনি বলেন, কেউ তখনই এটি থেকে লাভবান হবে যখন সে নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে পূর্ণ ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর সঙ্গী হবে। মুনাফেকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে প্রকৃত এবং সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে ঈমানহীন থকে গেছে, সত্যিকার ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় নি, তাই বাহ্যিক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তাদের কোন কাজে আসে নি। এই সম্পর্ককে দৃঢ় করা আবশ্যক। ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক দৃঢ় করা উচিত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও আর রীতি নীতির ক্ষেত্রেওযথাসাধ্য সেই মানুষ অর্থাৎ মুরশীদের রঙে রঙিন হওয়া চাই। যিনি মেনেছেন তারও তেমনই হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তিনি বলেন, জীবনের কোন ভরসা নেই। তাই কালক্ষেপণ না করে সততা এবং ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট এবং আসক্ত হওয়া উচিত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমি কীভাবে জীবন অতিবাহিত করছি।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫)

আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদেরকেও ঈমান এবং বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করুন। বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে তারা যেন উন্নতি করে। ঈমানের যেই স্ফুলিঙ্গ খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করেছেন, আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলাম গ্রহণের পর তারা যেন সেই ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করে। শয়তান যেন কখনো তাদেরকে পথভ্রষ্ট বা প্ররোচিত করতে না পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দান করুন। আমরা যারা পুরোনো এবং জন্মগত আহমদী আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে ঈমান বৃদ্ধি আর ঈমানে সব সময় উজ্জ্বলতা সৃষ্টির তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা এমন সম্পর্কে আমাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন, আমরা যেন কখনোকোন নবাগত আহমদীর জন্য স্খলনের কারণ না হই, আর আমরা যেন সব সময় জগদ্বাসীকে সঠিক পথ দেখাতে পারি। এই কথা ভেবে আনন্দিত হবেন না যে, আমরা পুরোনো আহমদী, বরং বয়আতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন। জাগতিক উপায়-উপকরণ যেন আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না হয়, বরং খোদার সন্তুষ্টি যেন আমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হয়। আমরা যেন অচিরেই প্রকৃত ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই, আর জগদ্বাসীকে যেন বলতে পারি, যে বিষয়কে তোমরা জগতের জন্য ক্ষতিকর মনে কর সেটিই সত্যিকার অর্থে তোমাদের জন্য এবং পৃথিবীর জন্য মুক্তির পথ।

শিক্ষিকা চায়

নাযারত তালীম সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার অধীনে কাদিয়ানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খিদমতে ইচ্ছুক মহিলাদের অবগতির জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে যে-

(১) প্রত্যাশীর বয়স ১৮ বছরের অধিক এবং ৩৭ বছরের কম হওয়া আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যত নুন্যতম উচ্চমাধ্যমিক এবং সামগ্রিকভাবে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশের কম নম্বর থাকে তবে এর থেকে উচ্চতর শিক্ষা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা আবশ্যক। (২) উচ্চমাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত সেমিস্টারে এবং প্রত্যেক বছরের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট এবং এছাড়াও টিচার ট্রেনিং ও অন্যান্য সার্টিফিকেটের এটেস্টেড কপি আবেদন পত্রের সঙ্গে নাযারত দিওয়ানে প্রেরণ করুন। (৩) লিখিত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ ছাত্রীদেরই ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাকা হবে। কেবল সেই সকল প্রত্যাশীদেরকেই শিক্ষিকা হিসেবে নেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে যারা কেন্দ্রীয় কর্মী ভর্তি কমিটির পক্ষ থেকে নেওয়া ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হবে। (৪) প্রত্যাশীর ইংরেজি উচ্চ মানের হওয়া আবশ্যিক। (৫) সাপ্তাহিক বদরে ঘোষণার দুই মাস পরে পরীক্ষার দিনক্ষণ সম্পর্কে জানানো হবে। (৬) লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এ পাস করার পর প্রত্যাশীকে নুর হাসপাতালে মেডিকেল চেক-আপ করানো আবশ্যক। এই চেক-আপ -এ সফলভাবে উত্তীর্ণ প্রত্যাশীরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। (৭) যদি কোন প্রত্যাশীর নির্বাচন হয় তবে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। (৮) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। (৯) নির্দিষ্ট আবেদন পত্র নাযারাত দিওয়ান থেকে সংগ্রহ করুন। আবেদন পত্র পুরণ হয়ে আসার পরে এবিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

(নাযির দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

মোবা: ০৯৮১৫৪৩৩৭৬০

অফিস: ০১৮৭২-৫০১১৩০

Email: nazaratdiwangdn@gmail.com

শিশুদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) (শেষ পর্ব)

(১১) অসুস্থতার সময় শিশুদের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার। কেননা কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা এবং খিটখিটে মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকা ইত্যাদি মন্দ গুণাবলী অধিকাংশ অসুস্থতার কারণে তৈরী হয়। অনেকে এমন আছেন যারা অপরকে ডেকে কাছে বসায়। কিন্তু এমনও অনেক আছেন যদি তাদের পাশ দিয়েও যায় তবে ক্ষিপ্ত স্বরে বলে ওঠে যে, চোখ নেই অন্ধ নাকি? দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। কেননা, অসুস্থতার সময় রোগীকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেই কারণে সে আরাম পাওয়াকে অধিকার মনে করে বসে এবং সবসময় আরামের সন্ধানে থাকে।

(১২) বাচ্চাদেরকে ভীতিপ্রদ কোন কাহিনী শোনানো উচিত নয়। এর ফলে তাদের মধ্যে কাপুরুষতা সৃষ্টি হবে এবং এমন মানুষ বড় হয়ে কোন বীরত্বের কাজ করতে পারে না। শিশুর মধ্যে কাপুরুষতা সৃষ্টি হয়ে যায় তবে বীরত্বের কাহিনী শোনানো উচিত এবং সাহসী ছেলেদের সাথে খেলতে দেওয়া উচিত।

(১৩) শিশুদেরকে নিজেদের বন্ধু নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। বরং- পিতা-মাতার উচিত বন্ধু নির্বাচন করা উচিত এবং দেখা উচিত যে, কোন কোন শিশুর মধ্যে উচ্চমানের নৈতিক গুণাবলী আছে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা আরম্ভ হবে।

(১৪) বাচ্চাদেরকে তাদের বয়স অনুসারে কিছু দায়িত্বের কাজ দেওয়া উচিত যাতে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধের চেতনা তৈরী হয়। একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, এক ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। সেই ব্যক্তি দুই ছেলেকে ডেকে একটি আপেল দিয়ে বলল যে, এটি তোমরা ভাগ করে খেয়ে নাও। যখন তারা আপেলটি নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন পিতা বলল, কিভাবে ভাগ করতে হবে সেটা জানো তো? সে বলল বলল জানি না। পিতা বলল, যে ভাগ করে সে অল্প নেয় এবং অপরকে বেশি দেয়। একথা শুনে ছেলে বলল তবে অন্য জনকে ভাগ করতে দাও। এর থেকে বোঝা যায় যায় যে, সেই ছেলেটি আগে থেকেই কুঅভ্যাসের বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু একথাও বোঝা যায় যে, সেই ছেলেটি একথাও বুঝত যে যদি আমার উপর দায়িত্ব পড়ে তবে অপরজনকে আমার নিজের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এই অভ্যাসের জন্য কয়েকটি খেলা অত্যন্ত উপযোগী। যেমন ফুটবল।

কিন্তু খেলার সময় এটিও দেখা উচিত যে, কোন কু-অভ্যাস যেন তৈরী না হয়। সাধারাণত দেখা যায় যে, পিতা-মাতা নিজের সন্তানের পক্ষ নেয় অন্যান্য ছেলেদেরকে নিজের সন্তানের কথা মানতে বাধ্য করে। এই ভাবে বাচ্চাদের নিজের কথা স্বীকার করানোর জেদ তৈরী হয়।

(১৫) সন্তানের মনে এই কথা প্রবেশ করাতে হবে যে, সে পুণ্যবান ও উত্তম চরিত্রের। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, শিশুদেরকে গালি দিও না। কেননা গালি দিলে ফিরিশতাগণ বলে যে এমনটি হয়ে যাক এবং সে এমনটিই হয়ে যায়।

এর অর্থ হল ফিরিশতাগণ কর্মের ফল তৈরী করেন। যখন শিশুকে বলা হয় যে তুমি অসৎ তখন সে নিজের মস্তিষ্কে সেই রূপরেখা বানিয়ে ফেলে যে আমি অসৎ এবং অবশেষে এমনটি হয়ে যায়। তাই বাচ্চাদের গালি দেওয়া উচিত নয়। বরং ভাল আচরণ শেখানো উচিত এবং তার প্রশংসা করা উচিত।

(১৬) শিশুর মধ্যে জেদ করার অভ্যেস তৈরী হতে দেওয়া উচিত নয়। শিশু যদি কোন বিষয়ে জেদ করে তবে তার প্রতিকার হল তাকে অন্য কোন কাজে ব্যস্ত করে দেওয়া এবং জেদের কারণ জেনে সেটিকে দূরে রাখা।

(১৭) শিশুর সঙ্গে শিষ্টাচারপূর্ণভাবে কথা বলা উচিত। শিশুদের মধ্যে অনুকরণ করার প্রবণতা থাকে। যদি তাকে 'তুই' বলে সম্বোধন কর তবে সেও 'তুই' বলবে।

(১৮) শিশুর সামনে মিথ্যা, অংকার, পরচর্চা প্রভৃতি বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা সেও সেই সব কিছু রপ্ত করে ফেলবে। সাধারণত দেখা যায় যে, পিতা-মাতা শিশুদেরকে মিথ্যা কথা বলানো শেখায়। মা শিশুর সামনে কোন কাজ হয়তো করে থাকে, কিন্তু পিতা জিজ্ঞাসা করলে তা অস্বীকার করে বসে। এরফলে শিশুর মধ্যেও মিথ্যা কথা বলার অভ্যেস তৈরী হয়। আমার কথার উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, শিশুর অনুপস্থিতিতে পিতা-মাতা এই কাজ করবে বরং আমার কথার উদ্দেশ্য হল, যারা সর্বক্ষণ এমন অপকর্ম এড়িয়ে চলতে সক্ষম নয়, তারা যেন অন্ততঃপক্ষে শিশুদের সামনে এমন গর্হিত কাজ না করে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে যেন এই ব্যধিতে আক্রান্ত না করে।

(১৯) সন্তানকে যাবতীয় প্রকারের নেশাদ্রব্য থেকে রক্ষা করতে হবে। নেশাদ্রব্য বাচ্চাদের স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়। এর কারণে মিথ্যা বলারও অভ্যেস তৈরী হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর আত্মীয় একবার একটি ছেলেকে নিয়ে আসে এবং বলে যে একেও নিজের মত বানিয়ে নিব। সে নেশাগ্রস্ত ছিল এবং ধর্মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) তাকে বললেন, তুমি নষ্ট হয়ে গেছ একে কেন নষ্ট করছ? কিন্তু সে বিরত হল না। একবার তিনি (রা.) সেই ছেলেটিকে নিজের কাছে ডেকে বোঝান যে, তোমার এমন মতিভ্রম কেন হল যে তুমি তার সঙ্গে বেড়াও? কোন কাজ শেখ। তাঁর বোঝানোর ফলে সেই ছেলেটি তাকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু কিছুকাল পর সে আরও একটি ছেলেকে নিয়ে আসে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-কে বলে যে, এবার একে খারাপ করে দেখাও। তার কাছে খারাপ করার অর্থ হল তার খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) অনেক বোঝান এবং বলেন-তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নাও এবং কোন কাজ কর, কিন্তু সে কথা শোনে নি। তিনি (রা.) সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার সঙ্গে তুমি কি করেছ। সে উত্তর দেয় তাকে নেশা খাওয়াই, এই কারণে আমার সঙ্গ ত্যাগ করার তার সাহসই হয় না। মোটকথা নেশা করার ফলে মানুষের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা হারিয়ে যায়।

মিথ্যা হল সবথেকে ভয়ানক ব্যাধি। কেননা এটি তৈরী হওয়ার মাধ্যমগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। শিশুদেরকে এই ব্যাধি থেকে বিশেষভাবে সুরক্ষিত রাখা উচিত। কয়েকটি কারণে শিশুদের মধ্যে এই ব্যাধি নিজে থেকেই জন্ম নেয়। যেমন- শিশুদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ, তারা যা কিছু শোনে নিজে থেকেই সেটিকে একটি বাস্তবের রূপ দিয়ে ফেলে। আমার ভগ্নী শৈশবে প্রত্যেকদিন একটি দীর্ঘ স্বপ্ন শোনাত। আমরা আশ্চর্য্য হতাম যে, প্রত্যেকদিন সে কিভাবে স্বপ্ন দেখতে পারে। পরে জানলাম যে, শোয়ার সময় সে যা কিছু কল্পনা করত সেটিকে স্বপ্ন মনে করত। তাই শিশুরা যা কিছু চিন্তা করে সেটিকে তারা বাস্তব বলে মনে করে এবং ধীরে ধীরে সে মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে শিশুদেরকে বোঝাতে থাকা উচিত যে, কল্পনা এবং বাস্তব ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কল্পনার বাস্তবতা সম্পর্কে যদি শিশুদেরকে ভালভাবে বোঝানো হয় তবে সে মিথ্যা থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারে।

(২১) উলঙ্গ হওয়া থেকে বাধা দেওয়া উচিত।

(২২) শিশুরা যেন সব সময় নিজের ভুল স্বীকার করে এমন অভ্যেস গড়ে তোলা উচিত। এর পদ্ধতি হল- (১) তাদের সামনে নিজেদের ভুলকে ধামা চাপা না দেওয়া। (২) বাচ্চা যদি কোন ভুল করে তবে তার প্রতি এমনভাবে সহানুভুতি দেখানো উচিত যে সে যেন অনুভব করে যে তার কোন বড় ক্ষতি হয়ে গেছে যার কারণে সকলে তার প্রতি সহানুভুতি দেখাচ্ছে। তাকে বোঝানো উচিত যে, ভুল করে এই ক্ষতি হয়ে গেছে। (৩) এবং পরবর্তীতে শিশুকে পুনরায় ভুল করা থেকে রক্ষা করার জন্য তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে হবে যে বাচ্চা যেন এটি অনুভব করে তার ভুলের কারণে পিতা-মাতা কষ্ট পেয়েছে। যেমন বাচ্চার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার সামনেই সেই ক্ষতিপুরণের অর্থ দিয়ে দেওয়া। এর ফলে বাচ্চার মনে হবে যে, ক্ষতির ফলাফল ভাল হয় না। ক্ষতিপুরণ দেওয়ার রীতি অত্যন্ত কদর্য। কিন্তু আমার নিকট শিশুসন্তানের প্রশিক্ষণের জন্য এমনটি করা অত্যন্ত আবশ্যক। (৪) বাচ্চাকে বকাঝকা পৃথকে নিয়ে গিয়ে করা উচিত।

(২৩) শিশু সন্তানকে কিছু অর্থ-সম্পদের অধিকারী বানানো উচিত। এর ফলে শিশুর মধ্যে যে গুণগুলি বিকশিত হবে সেগুলি হল- (১) সদকা দেওয়ার অভ্যাস। (২) বুঝে শুনে খরচ করা (৩) আত্মীয়দেরকে সহায়তা করা। যেমন- বাচ্চার কাছে যদি তিন পয়সা থাকে তবে তাকে বলা উচিত যে, এক পয়সার কোন খাবার জিনিস নিয়ে এসে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খাও; এক পয়সার খেলনা ক্রয় কর এবং এক পয়সা সদকা কর।

(২৪) অনুরূপভাবে বাচ্চাদের কোন সম্মিলিত বস্তু থাকা উচিত, যেমন- কোন খেলনা দিয়ে বলা উচিত যে, তোমরা সকলে মিলে খেল এবং কেউ এটিকে খারাপ করো না। এই ভাবে জাতিগত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের গুণ বিকশিত হবে।

(২৫) শিশুসন্তানকে সামাজিক রীতি-নীতি ও শিষ্টাচার শেখাতে থাকা উচিত।

(২৬) শিশুসন্তানের শরীরচর্চা এবং তার পরিশ্রমী হওয়ার প্রতিও যত্নবান হওয়া উচিত। কেননা এটি জাগতিক উন্নতি এবং আত্ম-সংশোধন উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে উপযোগী।"

(মিনহাজুত তালেবীন, আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০০-২০৭)

দুইয়ের পাতার পর ....

কুরআন করীমে নামায কায়েম করার আদেশ আছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন যে, নামায কায়েম করার একটি অর্থ এটিও যে, নামায পড়ার সময় বার বার মাথায় চিন্তা আসে। তাই যখন চিন্তা আসে, সেই চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নামাযের প্রতি মনসংযোগ কর, এটিও এক প্রকার নামায কায়েম করা। ধীরে ধীরে চেষ্টা কর। মানুষ চেষ্টা করলে অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন আর মাথায় চিন্তা আসে না।

* এক যুবক প্রশ্ন করে যে, আপনি ঘানা গিয়েছিলেন, সেখানে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন? শোন যায় সেখান নাকি অনেক সময় পানিও জল পাওয়া যায় না। সেখানে এখন পর্যন্ত কতজন আহমদী হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি ওয়াকফ করে ঘানা গিয়েছিলাম। তাই কষ্ট বা সমস্যা কিসের? আমি তো কখনো কোন কষ্ট অনুভব করি নি। মানুষের কাছে সমস্যা তখনই ঠেকে যখন মানুষ মনে করে যে, এটি সমস্যা। পানির সমস্যা দেখা দিলে আমি গাড়িতে একটি ড্রাম নিয়ে গিয়ে নোংরা পুকুর থেকে পানি ভরে নিয়ে আসতাম এবং ঘরে এনে পরিষ্কার করে নিতাম। অনেক সময় মজদুরদের দেখা পাওয়া যেত, তারা নিজেরাই পানি ভরে দিয়ে যেত। ওয়াকফের সামনে এই ধরণের ছোট ছোট সমস্যাদি এসেই থাকে। এগুলিকে সমস্যা বলে না, এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। যদি জীবন ওয়াকফ করে থাক তবে সমস্যার কথা ভাবা উচিত নয়।

আমার অনুমান ঘানায় প্রায় ১০ লক্ষের বেশি আহমদী আছে। আশির দশকে যখন আমি ঘানায় ছিলাম তখন জলসাতেও উপস্থিতির সংখ্যা খুব বেশি হত না। আট-দশ হাজার হত। কিন্তু ১৯৮১ সালে সরকারের পক্ষ থেকে আদমসুমারি হয়েছিল, তাতে যারা নিজেদেরকে আহমদী বলে লিখিয়েছিল তাদের সংখ্যা তখন তিন লক্ষের বেশি ছিল। সেই সময় তিন লক্ষ ছিল, এখন তো অনেক বয়াত হয়েছে। আমি অত্যন্ত নিখুঁত অনুমান করছি। হয়তো এর চেয়ে বেশিই হবে। এখন তো প্রত্যেক বছর হাজার হাজার সংখ্যায় নতুন আহমদী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। আজ থেকে পনের-ষোল বছর আগে কিছু বয়াত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি হয়েছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। কতিপয় মৌলবী তাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ২০০৩ সালে আমি খিলাফতে আসার পর মুরুব্বীদের সঙ্গে মিটিং হয়েছিল। আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, আফ্রিকায় যে সমস্ত বয়াত হয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নিসে আসতে। আর যারা আহমদী নয় তাদেরকে তবলীগের মাধ্যমে জামাতে নিয়ে আসুন। এখন আমরা ছোট ছোট গ্রামেও বয়াত করাই এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করি যাতে জামাতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকে। অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে যাতায়াতের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা নেই, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কেবল সাইকেল চলাচলের রাস্তা আছে। সেখানে কোন গাড়ি যেতে পারে না। আমার মনে আছে, যখন আমি উত্তর আফ্রিকায় ছিলাম, যেখানে আমাদের স্কুল ছিল, কিন্তু সেখানে কোন আহমদী ছিল না। কেবল আমিই একমাত্র আহমদী ছিলাম। এরপর একজন সেই স্কুলে এল। দুই-তিন জন আহমদী হল। এরপর লোকাল মিশনারীকে রাখা হয়। আমার স্ত্রী-সন্তানরা সেখানে এসে যায়। আমি প্রথম যে ঈদের নামায পড়ি তখন সেখানে কেবল তিন জন ছিলাম। ক্যাথলিক চার্চটি খুবই দৃষ্টিনন্দন ছিল। আমার ঘরে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বলত। বিদ্যুতও ছিল না। ওদের সেখানে জেনারেটর চলত। তাদের মোটর সাইকেল ছিল, মোট কথা তাদের কাছে যাবতীয় উপকরণ ছিল। তারা মোটর সাইকেলে চেপে ঘুরে বেড়াত। আমি দেখতাম পাদরী মোটর সাইকেল নিয়ে দুর-দূরান্তে চলে যেত। কেননা উত্তরাংশে অধিকাংশ মুশরিকদের বাস ছিল। প্রথাগত গোত্রের মানুষ ছিল। প্রথম প্রথম আমাদের এমন অবস্থা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় এখন সেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অঞ্চলের মুশরিকরা ইসলামে ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু এখন তাদের বড় বড় নেতারা মুসলমান হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র ফযরে মসজিদগুলিও বড় বড়। আমার ঘর থেকে সত্তর মাইর দূরে টামালে শহরে একটি ছোট মসজিদ ছিল। আমার অনুমানে সেখানে খুব বেশি হলে একশ মানুষ নামায পড়তে পারত। এখন সেটি দ্বিতল বিশিষ্ট মসজিদ। এই মসজিদের দুটি হলঘর আছে যা এখানকার এই মসজিদের হলঘরের থেকে বড়। জামাত উন্নতি করছে আর বড় বড় মসজিদও তৈরী হচ্ছে। মসজিদগুলি নামাযীতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেখানে বেশ কয়েকটি গ্রাম আহমদী হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে জামাত অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করছে।

একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, অনেকে পড়াশোনা করে ভাল চাকরি পেয়ে মাতা-পিতাকে সাহায্য করে, কিন্তু যারা জামিয়াতে পড়ে তারা মাতা-পিতাকে কিভাবে সাহায্য করবে?

হুযুর বলেন, মাতা-পিতা যদি কেবল ওয়াকফে নও-এর টাইটেল নেওয়ার জন্য ওয়াকফ করে থাকে তবে ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু যদি ওয়াকফ হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মাতার ন্যায় ওয়াকফ করে থাকে। অর্থাৎ এই উদ্দেশ্যে যে, আমার গর্ভে যা আছে তা আমি ওয়াকফ করছি, ধর্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। তিনি এই উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করেন নি যে, জাগতিক আয়-উপার্জন করবে। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল ধর্মের পুণ্য অর্জন করা। ওয়াকফে নও হলে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে যে, ওয়াকফ করলে বস্তুজগতকে ভুলতে হবে। মাতা-পিতার সাহায্য করার কথাও ভুলে যাও। পিতা-মাতার সাহায্য অন্যান্য সন্তানরা করবে। যদি কোন পিতা-মাতা এত দরিদ্র হয় বা আর কোন সন্তানও নেই যারা তাদের সাহায্য করবে তবে ওয়াকফে নও জামাতে লিখিত জানিয়ে ওয়াকফ থেকে নিজেকে মুক্ত করুক এবং জাগতিক আয়-উপার্জন করুক। প্রকৃত ওয়াকফে নও সেই যে জামাতের খিদমত করছে এবং যার কোন অর্থলোভ নেই। অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ উদাসীন। আর তারা মুরুব্বী বা ওয়াকফে জিন্দগী হয়ে জামাতের সেবা করছে। অনেক এমনও আছে যারা এম.এস.সি করে বা পি.এইচ.ডি করে ওয়াকফ করে। তারা স্কুলের শিক্ষক হিসেবে বা অন্য কোন বিভাগে খিদমত করছে। কাদিয়ানে আমাদের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, রাবোয়াতেও আরও অনেকে উচ্চশিক্ষিত আছেন তাদের মধ্যে ডাক্তারও আছেন যারা অতি স্বল্প বেতনে খিদমত করে থাকেন। পাকিস্তানেও কয়েকজন ডাক্তার আছেন, যদি তারা বাইরে সার্ভিস করে থাকেন তবে প্রত্যহ দুই-তিন লক্ষ টাকা আয় করবেন। কিন্তু এই সব ডাক্তাররা জামাতের সেবা করে থাকেন। এবং মাসের শেষে মাত্র কয়েক হাজার টাকা বেতন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। ওয়াকফের অর্থ হল ধর্মের সেবা করা, বস্তুজগতের দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না। তাই সাহায্য করার প্রশ্নই উঠে না। যদি সাহায্য করতেই হয়, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে জামাত অত্যাচারী নয়, যুগ খলীফাও কোন অত্যাচার করে না। তাই এমন ব্যক্তি বলা হবে যে, যেহেতু পরিস্থিতি শোচনীয় তাই তুমি পিতা-মাতার সেবা কর। ওয়াকফ থেকে তুমি মুক্ত। ওয়াকফে নও বা ওয়াকফে জিন্দাগী বস্তুজগতের প্রতি দৃষ্টি ফেরায় না। তারা কেবল ধর্মের দিকে দৃষ্টি দেয়। তোমরা অঙ্গিকার করে থাক যে, ' ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব'। এর অর্থ কি? প্রধান্য দেওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হল কেবল ধর্মের দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং অর্থ কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া। আল্লাহ্‌র ফযলে বর্তমানে জামাতের অবস্থা ভাল। মুরুব্বীরা ভাতা পেয়ে থাকেন। মাসিক খরচও দেওয়া হয়। আমাদের যারা পুরানো মুবাল্লীগ গিয়েছিলেন তারা এমন ভাবে থাকতেন যে, তারা রুটি কিনে রেখে দিতেন এবং এক-দুই টুকরো পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতেন। কেননা, তরকারী জুটত না। এটিই ছিল তাদের দৈন্দিন আহার। এটিই ছিল প্রকৃত ওয়াকফ। ক্যাথলিক পাদরীদের সম্পর্কে আমি বলেছি। একজন পাদরীকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি সেখানে গিয়ে কি কর। সেখানে একটি গোত্র ছিল যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল। পাদরী বলল, আমি বাইবেলের অনুবাদ করতে চাই। আমি তাদের কাছে যাই, তাদের সঙ্গেই থাকি এবং তারা যা কিছু খায় আমিও তাই খাই। মাটিতে শুয়ে পড়ি, কেননা আমি তাদের ভাষা শিখে সেই ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে চাই। অতএব ওয়াকফে জিন্দগীর এমন প্রেরণা হওয়া উচিত। অর্থ উপার্জন করা ওয়াকফে জিন্দগীর প্রেরণা হতে পারে না।

এক যুবক প্রশ্ন করে, হুযুর আপনি গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। আপনার কাছে সব থেকে প্রিয় স্থান কোনটি?

হুযুর বলেন, পৃথিবীরে প্রত্যেকটি স্থানই ভাল। ইউরোপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনেক। সবুজ-সতেজতা বেশি। ওয়েস্ট কোস্টের এই অঞ্চল, ক্যালগেরী প্রভৃমি স্থানগুলি বেশ সুন্দর। কিন্তু এখানে টোরেন্টোর এলাকায় নায়াগ্রা জলপ্রপাত ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিষয় আমার চোখে পড়ে নি। এখান মানুষ খুব ভাল। সুদর্শনও বটে। পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্র তটবর্তী অঞ্চল বা পূর্ব আফ্রিকার অঞ্চল খুবই সুন্দর।

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, আজকাল স্কুলে সবাই পার্টি করে। আমাকে যখন সবাই জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কেন কর না, তখন আমার উত্তর কি হওয়া উচিত?

হুযুর বলেন, কে পার্টি করতে নিষেধ করেছে। জন্মদিনের পার্টি নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া বন্দুদেরকে নিমন্ত্রণ কর। আমরা জন্মদিন পালন করি না। আমাদের পালন করার পদ্ধতি ভিন্ন যা আমি পূর্বে অনেকবার বলেছি। তোমরা বন্দুদেরকে নিমন্ত্রণ করার পরিবর্তে এবং কেক কেটে পয়সা ও অর্থ অপচয় না করে সেই পয়সা সদকা করা উত্তম। দুই রাকাত নফল পড় এই জন্য যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিয়েছেন তাই তোমার একটি বছর ভাল কেটেছে। পরের বছরও যেন ভাল যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের পথে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 16 th March, 2017 Issue No. 11

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

করেন। এই ভাবে নিজেদের জন্মদিন পালন কর। তোমরা বলবে যে, আমরা এইভাবে জন্মদিন পালন করে থাকি। হ্যাঁ একে অপরকে নিমন্ত্রন করা উচিত, এতে কোন অসুবিধা নেই। মহানবী (সা.) বলেছেন দাওয়াত কর এবং দাওয়াত গ্রহণ কর। এরফলে ভালবাসা বাড়ে। নিজেকে গোটা পৃথিবী থেকে পৃথক করে নেওয়া উচিত নয়। পৃথিবীতে থাকতে হবে কিন্তু আমাদের ধর্মের গুণাবলী সকলকে জানাতে হবে। বন্ধুত্ব করলে তবেই তোমার কথা কেউ শুনবে। তবেই তুমি তবলীগ করতে পারবে।

* এক যুবক প্রশ্ন করে যে, একজন নাস্তিক প্রশ্ন করেছে যে, কোন মহিলা কেন খলীফা হয় না? এর দ্বারা প্রতীত হয় যে, ধর্মে পুরুষদের আধিপত্য রয়েছে।

হুযুর বলেন, এটি কোন নাস্তিকে প্রশ্ন তো নয়। যদি কোন মহিলা খলীফা হয়ে যায় তবে কি সে খোদার উপর বিশ্বাস আনবে? প্রশ্ন হল মহিলা কেন হতে পারে না? তবে এটিও তো প্রশ্ন হতে পারে যে মহিলার নবী কেন হতে পারে না? এটি চিন্তাধারার পার্থক্য। আল্লাহ্ তা'লা ধর্মের যে নীতি নির্ধারণ করেছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল নবী সর্বদা পুরুষদের মধ্যে থেকেই এসে থাকেন। অনুরূপভাবে নবীদের সহকারী হয়ে থাকেন যাদেরকে খলীফা বলা হয় তারাও পুরুষ হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা নিয়ম এভাবেই চলে আসছে। দ্বিতীয়ত মহিলাদের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিন এমন আছে, ইসলাম অনুসারে যে সময় নামায থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাঠ করা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই দিনগুলিতে কি তারা ধর্মীয় কাজ থেকে বিরত থাকবে। মহিলা বলবে আজ আমার জন্য নিষেধ আছে। আজ আমি তোমাদেরকে কোন দোয়াও শেখাতে পারব না, নামাযও পড়তে পারব না, কুরআনের কোন কথাও শেখাতে পারব না। মেয়েদেরকে তাদের বাধ্যবাধকতার কারণে একটি বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। অন্যানা পুণ্যের কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা নারী ও পুরুষ উভয়কে সমান অধিকার দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য ত্রিশ দিন পাঁচ বেলা নামায পড়ার আদেশ রয়েছে। মহিলারা যদি ২৩ বা ২৫ দিন নামায পড়ে তবে তারা পুরুষদের সমতূল্য পুণ্য অর্জন করবে। এটি তো মহিলাদের পক্ষেই। অনুরূপভাবে আরও অনেক বিষয় আছে। আল্লাহ্ তা"লা মহিলাদেরকে জিহাদ করার আদেশ দেন নি। যদি কোথাও যুদ্ধ করতে হয়, ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য রুখে দাঁড়াতে হয় তবে সেটি পুরুষদের কাজ। ইসলামের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.) কে একজন মহিলা যখন বলল যে, পুরুষরা জিহাদে যায় এবং এর পুণ্যও বেশি। তাই আমরা যদি বাড়িতে থেকে বাচ্চাদের দেখাশোনা করি তবে কি আমাদেরও পুণ্য হবে। তিনি (সা.) বললেন তোমরাও জিহাদের পুণ্যের অংশীদার হবে। শ্রমের ভিত্তিতে ইসলামে যে বিভাজন রয়েছে সেখানে মহিলা ও পুরুষ উভয়কেই বিশেষ বিশেষ কাজ দেওয়া হয়েছে। উভয়কেই সমপরিমাণ পুণ্যের অধিকারী করা হয়েছে। এই নীতি সর্বত্র প্রযোজ্য। জাগতিক নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম নির্ধারিত আছে। ইসলাম যদি কাজ গুলিকে ভাগ করে দেয় তবে এতে আপত্তির কি আছে? এটি কেবল অহেতুক আপত্তি করা। নাস্তিকরা তো ধর্মের উপরেই আপত্তি করে। তাদের মতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তাই নেই। প্রত্যেক জিনিসের একটি নীতি থাকে। সম্প্রতি একটি ভাষণেও আমি এর উল্লেখ করেছি। পাঠদান কারীরা একথা স্বীকার করে যে, যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবীতে ধর্ম এসেছে মানুষের আচরণও বিকশিত হয় নি। ধর্ম মানুষকে আচরণ শিখিয়েছে। এই সকল দার্শনিক বা নাস্তিকদের আচরণও শিষ্টাচারও ধর্ম থেকে ধার করা। যখন মানুষ অসভ্য ও বর্বর ছিল, জঙ্গল ও গুহার মধ্যে বাস করত তখন তার আচরণ কেমন ছিল। তখন তারা পশুসুলভ আচরণ করত। এরা তো চলচিত্রের মাধম্যেও দেখিয়ে থাকে যে, মানুষ পশুর মত আচরণ করছে। ধর্ম মানুষকে এই আচরণ শিখিয়েছে। এখন তারা ধর্মের উপর আপত্তি এই জন্য করে যে নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে চায় না। এরা ধর্মকে জানে না, ধর্মের মর্ম বোঝেনি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন যে, কোন বস্তুকে না দেখা বা তার সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকার অর্থ এই নয় যে বস্তুটির অস্তিত্বই নেই। পাকিস্তানে একটি গ্রাম আছে যার নাম মন্ডী বাহাউদ্দীন। যদি কোন কানাডাবাসী সেই গ্রাম না দেখে থাকে তবে সে একথা বলতে পারে না যে এই গ্রামের অস্তিত্ব নেই। যদি সে বলে এই গ্রামটিকে মানচিত্রে অকারণে স্থান দেওয়া হয়েছে তবে মানুষ তাকে উন্মাদই বলবে। অনুরূপভাবে ধর্মের সঙ্গে যার সম্পর্কই সৃষ্টি হয় নি, যে ধর্ম সম্পর্কে কিছু দেখে নি বা শেখেনি, যে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন তার এমন আপত্তি উত্থাপন করা যে, খোদার অস্তিত্বই নেই-তার এমন আচরণকে চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে। 'হামারা খোদা' নামে একটি পুস্তক আছে। তুমি কি সেটি পড়েছ? ইংরেজিতে বইটির নাম Our God বইটি অবশ্যই পড়। প্রত্যেক ওয়াকফে নও বাচ্চাকে বইট বড়া উচিত। কেননা বর্তমান যুগে নাস্তিকতা প্রভাব বিস্তার করছে। এই সকল আপত্তিকারীদেরকে যদি যুক্তি-প্রমাণ সহকারে উত্তর দাও তবে তারা আর কথা বলে না। Richard Dawkins একজন প্রখ্যাত নাস্তিক। সব সময় খোদার উপর আপত্তি করে। তাকে আমি তফসীরে কবীরের ইংরেজি সেট এবং খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর Revelataion Rationality পুস্তক পাঠিয়ে বলেছিলাম এগুলি পড়ে বল যে, খোদা আছে কি না। তার উত্তর ছিল আমার পুস্তক পড়ার প্রয়োজন নেই। আমি মানি না। হুযুর বলেন এটি কোন যুক্তি নয়। তারা আমাদেরকে তাদের পুস্তক পড়তে বলে। কিন্তু আমরা যখন বলি আমাদের পুস্তক পড় তখন তারা বলে যে প্রয়োজন নেই। আমি এই সমস্ত পুস্তক ইমাম আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেবের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম।

* এক যুবক প্রশ্ন করে, আপনি কি কানাডা জামাতের উপর প্রসন্ন?

হুযুর বলেন, অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ আছে কি? যদি সন্তুষ্ট না হই তবে অসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকা চায়। তুমি কি কোন কারণ দেখেছ? যদি অসন্তুষ্টির কোন কারণ না থাকে তবে অকারণ আমি অসন্তুষ্ট হব কেন? আমি তো জলসায় ডিউটি পালনকারীদের প্রশংসা করেছি। তাই তোমাদের মধ্যে যারা ডিউটি দিয়েছে তাদেরও প্রশংসা করেছি।

* একজন আতফাল প্রশ্ন করে, Genetic Modification মানুষের জন্য উপকারী। এটি যদি অবৈধ হয় তবে এর কারণ কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি কোন ব্যাধির চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এটি করা হয় তবে সঠিক। কিন্তু ক্লোনিং-এর অনুমতি নেই বা কারোর মুখাবয়ব পাল্টে ফেলা অনুচিত। যদি স্টেম সেল বা অন্য কোন টিসুর মাধ্যমে ঠিক করা হয় তবে তা বৈধ। এর দ্বারা মাতৃগর্ভে ভ্রুণের চিকিৎসাও বৈধ। অবৈধ হল কোন জিনিসের আকৃতি বদলে ফেলে ক্লোনিং করা। আরও একটি অবৈধ কাজ হল স্বামী ছাড়া কোন অন্য কোন ব্যক্তির শুক্রাণু মহিলার ডিম্বাণুর নিষেক ঘটানো। স্বামী-স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বানুর নিষেকের মাধ্যমে ভ্রুণের জন্ম দেওয়া উচিত।

* আরও একটি শিশু প্রশ্ন করে যে, ফল, সব্জি ও শস্যকে Genetic Modified করা বৈধ কি না?

এর উত্তরে হুযুর বলেন, অনেক ফল ও সব্জি এই পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এটা করা যায়। যেমন-গম। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে এক একর জমিতে আড়াই কুইন্টাল গম উপৎপাদন হত। বর্তমানে ২০-২৫ কুইন্টাল প্রতি একর উৎপাদন হয়। তারা এই উৎপাদন ক্ষমতা এরই মাধ্যমে বৃদ্ধি করেছে। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও Genetecally রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই। এর জন্য বিভিন্ন পদ্দতি আছে। হুযুর বলেন, তুমি গবেষণা ক্ষেত্রে যাও Genetics -এ মাস্টার ডিগ্রি অর্জন কর এরপর পি.এইচ.ডি করে গবেষণায় যাও।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir